চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৩.০১.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান করা হচ্ছে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, অস্থায়ী বা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় আর নয়—চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা হচ্ছে। শনিবার নগরীর মোজাফফর নগরের মীর্জা খাল সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন মেয়র। এ সময় তিনি খালের বর্তমান অবস্থা, পানি প্রবাহ, দখল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।মেয়র বলেন, “এ বছর বর্ষা মৌসুমে আগের তুলনায় নগরীর জলাবদ্ধতা অনেকটাই কমেছে। তবে কিছু এলাকায় চলমান জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজের কারণে সাময়িকভাবে পানি জমেছে। বিষয়টি বুঝতে আমি নিজেই

পানিতে নেমে নালা পরিষ্কার করেছি, সমস্যার উৎস খুঁজেছি। পরিষ্কারের পরও যখন পানি উঠেছে, তখন স্পষ্ট হয়েছে—এটি টেম্পোরারি সমাধানে সম্ভব নয়, এখানে পারমানেন্ট সলিউশন প্রয়োজন।”তিনি জানান, স্থায়ী সমাধানের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডের মাধ্যমে নগরীর ৩৬টি খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকা খালগুলোর সংস্কার ও খননের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব উদ্যোগে বাকি খালগুলো খনন ও পুনঃসংস্কারের কাজ বাস্তবায়ন করবে।মেয়র আরও বলেন, “চসিকের উদ্যোগে নগরীর প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার ড্রেন উন্নয়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সক্ষমতা বাড়বে এবং চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসন হবে।”

খাল দখল প্রসঙ্গে মেয়র কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে বলেন, “খাল দখল করে কেউ পার পাবে না। খাল নগরীর প্রাণপ্রবাহ। যেসব স্থানে অবৈধ দখল রয়েছে, সেগুলোর অনেকগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছে। বাকীগুলোও চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নগরীর স্বার্থে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।”খাল ও নালায় বর্জ্য ফেলার বিষয়ে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “খাল-নালায় ময়লা ফেলা জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। শুধু সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। নগরবাসীকে সচেতন হতে হবে। যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেললে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে এবং জলাবদ্ধতা ফিরে আসবে।”

পরিদর্শনকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

জমিয়তুল ফালাহ মসজিদে বেগম খালেদা জিয়ার দোয়া মাহফিলে ডা. শাহাদাত হোসেন
জমিয়তুল ফালাহর উন্নয়নে খালেদা জিয়ার অবদান চট্টগ্রামবাসী চিরদিন স্মরণ রাখবে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও জমিয়তুল ফালাহ মুসল্লি পরিষদের সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যের প্রতীক জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই মসজিদটিকে ঘিরে যে আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী গবেষণাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বেগম খালেদা জিয়াই ছিলেন সেই স্বপ্নের সার্থক রূপকার। তিনি শনিবার (৩ জানুয়ারি) বাদে আসর জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন ও মুসল্লি পরিষদের উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।বিগত সরকারের সমালোচনা করে মেয়র বলেন, শহীদ জিয়া চেয়েছিলেন জমিয়তুল ফালাহ হবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী গবেষকদের মিলনস্থল এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এক অনন্য গবেষণাগার। কিন্তু বিগত ১৭ বছর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই মসজিদের উন্নয়নের চাকা থমকে গিয়েছিল। একটি ইটও নতুন করে লাগানো হয়নি, উল্টো চতুর্দিকে ভাড়া দিয়ে মসজিদের পবিত্রতা ও পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে।মেয়র আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিষদ জমিয়তুল ফালাহকে পুনরায় তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে এবং শহীদ জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। চট্টগ্রামবাসী উন্নয়নের স্বার্থে বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও অবদানকে সবসময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ জিয়া পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক।মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ৯ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান, মুসল্লি পরিষদের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা একরামুল করিম, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এস এম সাইফুল আলম, আহমেদুল আলম চৌধুরী রাসেল, সদস্য মো.

মহসিন, আনোয়ার হোসেন লিপু, মোরশেদুল আলম কাদেরী, মুসল্লি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খোরশেদুর রহমান, ফাইন্যান্স সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ছালামত উল্লাহ, বিএনপি নেতা আলহাজ্ব জাকির হোসেন, শাহ আলম, মুসল্লি পরিষদের সদস্য শামসুল আনোয়ার খান, আনোয়ারুল হক, মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, দিলশাদ আহমদ, শফিক আহমদ, রফিক সর্দার, মনসুর আলম, মনসূর শিকদার, নুর হোসেন, মো. রিপন, এড. মাঈনুদ্দিন, এড. কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ, মো. জহির, আব্দুল আউয়াল, আব্দুল আহাদ, মাহমুদুর রহমান, আবু ফয়েজ, মো. সরোয়ার, মো. সেকান্দার প্রমুখ।

চট্টগ্রামে বর্ণাঢ্য আয়োজনে 'সুন্নাহ স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল'-এর "শুভ উদ্বোধন" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত....

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র চান্দগাঁও এলাকায় আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে যাত্রা শুরু করল 'সুন্নাহ স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল'। শনিবার (৩ জানুয়ারি ২০২৬) সকালে বহদ্দারহাটস্থ আর.বি কনভেনশন হল প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুলটির শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক লায়ন এম. এ. মালেক। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুন্নাহ স্কলার্স স্কুলের চীফ এডভাইজর, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন। সুন্নাহ স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নু. ক. ম. আকবর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুন্নাহ স্কলার্স অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক লায়ন মোহাম্মদ মনজুর আলম পিএমজেএফ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাস্টার মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, লিবার্টি স্কুলের চেয়ারম্যান মাহবুব সেলিম, এয়াকুব আলী স্কুলের পরিচালক মুহাম্মদ মুজাম্মেল হোসেন প্রমুখ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লায়ন রফিকুল হাসান মানিক, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আলম, কাজী নাফিস মাহমুদ, আয়কর আইনজীবী নুরুল হায়দার, আহিয়ার্ক পাবলিকেশনের স্বত্তাধিকারী কাজী আসিফ আশরাফী, মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, মাওলানা মুনির উদ্দিন সোহেল, মুহাম্মদ নাছের, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সিকদার, প্রভাষক নুরুল ইসলাম বাবু, মাওলানা মুহাম্মদ ছালামত আলী, ইঞ্জিনিয়ার বদরুদ্দোজা আনিস, ভিটেজ কোচিংয়ের পরিচালক মুহাম্মদ ওমর ফারুক, মুহাম্মদ মাসুদুল করিম, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা, খন্দকার ইরশাদুল আলম হীরা, মুহাম্মদ রেজাউল হোসাইন জসিম, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ হামিদ, এস এম রাশেদ চৌধুরী, মুহাম্মদ মোস্তফা আমিন, আহমদ রেযা আকিব প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক ও স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে সুন্নাহ স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মতো মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। উদ্বোধক এম. এ. মালেক বলেন, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন এবং যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জনে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভুমিকা রাখবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন অনুষ্টানের সভাপতি ড. নু.ক.ম আকবর হোসেন।অনুষ্ঠানে নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে উপস্থিত হন। তারা ক্যাম্পাস, ইনডোর- আউটডোর গেইম জোন ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮